



শিক্ষার

আছে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম' সবই আছে, আবার আঁজা গাছে, প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক ছাপা নিয়ে খেলে থাকে। এই দু'টি ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং শিল্প, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রা সমিতি। প্রতি বছরই একযোগে বোর্ডের সঙ্গে দর ও দরপত্র নিয়ে মত প্রকাশিত রিপোর্টে জান না তা নয়। তবে সমঝে যায়। একইভাবে প্রতি বছরে খেলাচল। যা আ সঙ্গে শুধু ঐ দু'টি পক্ষই করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমন্বিত পাঠ্যপুস্তক সংশোধনী, পরিমার্জনা অবশ্যই দায়ী। ঠিকাদার

জানুয়ারী, ১৩ জানুয়ারীতে সিডিউল পাওয়া রিংগো টেলিফিল্ম প্রেরণা এবার ইদে প্রচার হলো চ্যানেল আইতে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সামনে নতুন সিডিউল অনুযায়ী রাত ১০টার ইংরেজী সংবাদে পর টেলিফিল্ম প্রচারের সময়সূচী টিভি কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করবেন।

আজকের অনুষ্ঠান

মহিলা সমিতি : আরণ্যকের ময়ূর সিংহাসন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা।
গাইড হাউজ : লোকনাট্যদলের কঙ্কস। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা।
আলিয়স ফ্রেন্সেস : সমকালীন শিল্পীদের চিত্রকলা প্রদর্শনী। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা। বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা।
দুর্গ গ্যালারি, ধানমন্ডি : ছবি মেলা। বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা।
জাতীয় জাদুঘর : ছবিমেলা। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা।
শিশু একাডেমী : ছবি মেলা। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা।
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র : চলচ্চিত্র কর্মশালা। বিকাল ৫টা।

মোহাম্মদ হোসেনের 'লুটপাট' ছবি ফিলিপাইনের টারজান হিরো'খ্যাত ড ছবি নেই। রোমান্টিক ছবির ব্যা ফেরদৌসকে নিয়ে সরগরম। অ ছবিগুলোতে রুবেল ও আমিন খানের ছবির কদর এখন তেমন নেই বলে হয়ে পড়েছেন। কেননা এক সময়ের দেলোয়ার জাহান ঝুঁকুর ছবিতে নায় হাজির হয়েছিলেন। কয়েকটি ছবি তেমন দর্শক ইমেজ গড়ে ওঠেনি। উল্লেখ করার মত। একজন সাধারণ পরিচালক শহিদুল ইসলাম খোকন চরিত্রে তাকে সুযোগ দেন। ছবিটি ড্যানি সিডাক অপরিহার্য শিল্পী হয়ে কিন্তু ঝলনায়ক থেকে নায়ক চরিত্রে বেশ বেকায়দার পড়ে যান। চলচ্চিত্র দেহের অধিকারী এই অভিনেতার ছিল না। ফিল্ম পলিটিক্সের পাণ্ডায় যেতে হয়েছে। বর্তমানে মান্না-পপির লুটপাট ছবিতে ভাল কাজ করছেন গেছে। ছবিটি ভাল ব্যবসা করলে ড্যানি সিডাকের দিকে পড়তে পারে ব্যস্ত করছেন।

সাত বছর যাবত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের পত্রিকার পাতায় 'কমন' সাবজেক্ট হিসাবে 'পাঠ্যপুস্তক' সংক্রান্ত লেখা খবর, আলোচনা, সম্পাদকীয় স্তম্ভ পড়তে হচ্ছে। যেন বা অব্যাহত সমস্যাই হচ্ছে : যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক সমস্যার সমাধান না হওয়া। ১৯৯৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এর ব্যতিক্রম হয়নি। যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক ছাপা না হওয়াটা জাতির ঘাড়ের উপর শক্ত হয়ে চেপে বসেছে।
জানুয়ারী মাস ছাত্র-ছাত্রীদের নব উদ্যোগে পড়াশোনা শুরু করার মাস। প্রতি বছরই দেখা যাচ্ছে, সব ছাত্র-ছাত্রী যথাসময়ে স্কুলে গিয়ে বই হাতে পাচ্ছে না। যারা পাচ্ছে না, তারা যাচ্ছে মার্কেটে। উচ্চমূল্যে বিনামূল্যের বই কিনতে। তারপর, প্রতি বছরই কিছু কিছু সিলেবাস পাস্টায়। যে বইগুলো পাস্টায় সেগুলো পুরাতন কিনে লাভ নেই। কাজেই বাজারজাত হওয়ার অপেক্ষা করতে করতেও সময় অনেকটা কেটে যায়। এভাবে বছরের ২/৩ মাস বই না পাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। শেষে যখন পরীক্ষার তোড়জোড় পড়ে তখন দেখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীরা দরদর করে ফেল করছে। ফেল করলে দোষ ঘটে ছাত্র-ছাত্রীদের। শিক্ষা কর্মকর্তাদের নয়।
প্রতিবছর সরকার শিক্ষাখাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ সর্বোচ্চ বলে জানা যায়। আর সুষ্ঠুভাবে বই মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য

বৃহস্পতিবার ৪/১/২০০১

সংগ্রহ দিই, গণিত-১